Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৮শে মাঘ বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 11th Feb. 1959 { ৩৯শ সংখ্যা

২২শে মাঘ ১৮৮০ শকাব্দ

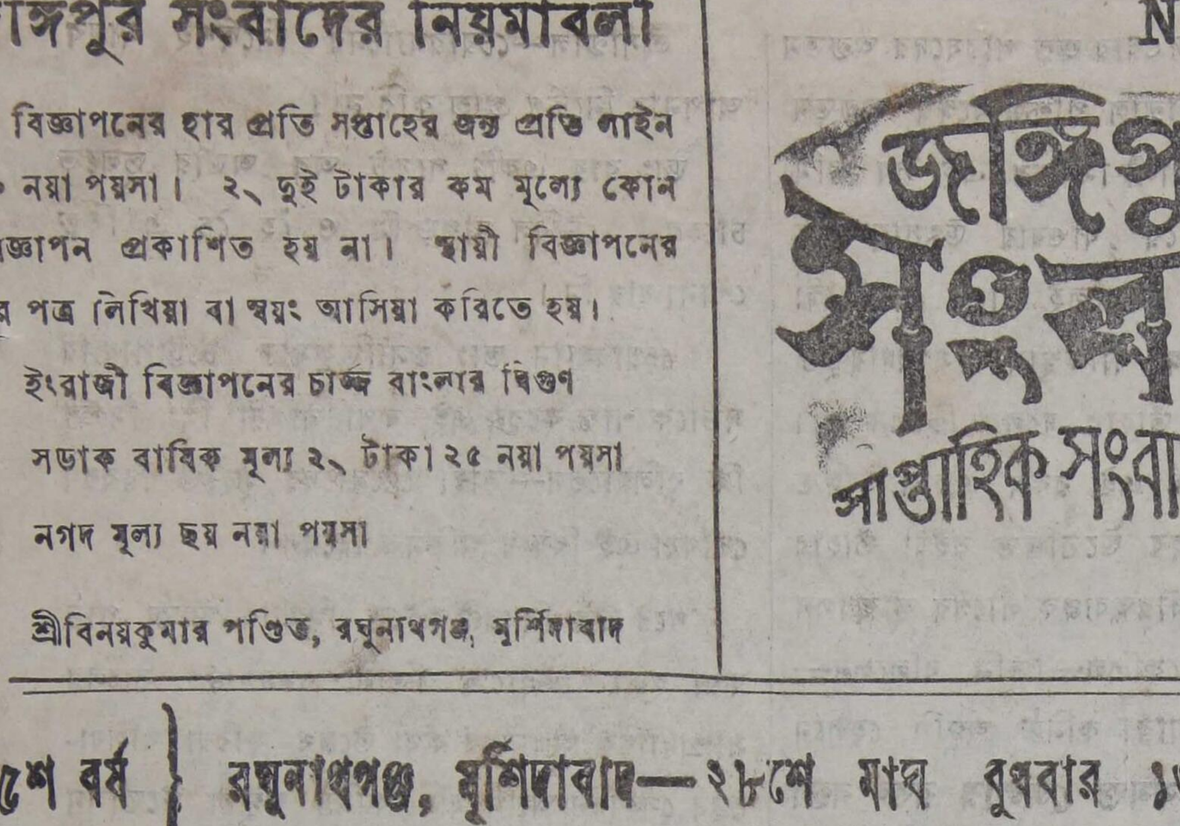

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Service

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে মাঘ বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

উপমন্ত্রী — মুখ্যমন্ত্রী

বেসুরো গাইয়ের সঙ্গে তালকানা যন্ত্রী!

—০—

নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ গোপাল ভাঁড়ের উপস্থিত বুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। আজ আমরা তার একটি উল্লেখ করিতেছি—মহারাজের দরবারে একজন বহু ভাষা-ভাষী নবাগত লোক আসিয়াছিলেন। তিনি যে কোন্ দেশের লোক তাহা কেহ স্থির করিতে পারে না। মহারাজা গোপাল ভাঁড়কে ডাকিয়া বলিলেন—গোপাল! তুমি যদি ঠিক প্রমাণসহ বলিতে পার—ঐ ব্যক্তি কোন্ দেশের অধিবাসী—তাহা হইলে আমি তোমাকে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিব। গোপাল উত্তর করিল—আজই ঠিক করে দিব ও ব্যক্তি কোন্ দেশী লোক। এই বলিয়া গোপাল কাপড় দিয়া আপনার মুখ ঢাকিয়া মহারাজের দোতলাস্থিত দরবার গৃহের সিঁড়ির একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বহুভাষা বলা লোকটি যখন সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে গোপাল অতর্কিতে তাহার উপর এক ধাক্কা মারিয়া পড়িয়া যাইবার ভান করিল। যেই ধাক্কা মারা সে ব্যক্তি পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—**শড়া অন্ধা** (উড়িষ্যা ভাষায়—শালা অন্ধ)। তাঁহার এ গালি সকলের কর্ণগোচর হইল। গোপাল ভাঁড়কে আর প্রমাণ দিতে হইল না যে সে ব্যক্তি উড়িয়া। কারণ ব্যাধির যন্ত্রণার সময় কিংবা হঠাৎ কোন ধাক্কা খাইলে সাধারণতঃ লোকে মাতৃভাষায় তাহা প্রকাশ করে।

গত শুক্রবার পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী জহরলালের এই প্রজাতান্ত্রিক দেশে নিজের খেয়ালতন্ত্র অনুসারে বিপুল ভারতীয় অংশ মুর্শিদাবাদ হইতে পাকিস্থানকে দেওয়ার জন্য পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম উপমন্ত্রী মিঃ কাজেম আলী মির্জ্জার এই সব জমি পাকিস্থানের অধিকারে যাওয়ায় উৎসাহ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলেন। সকলেই জানে যে মির্জ্জা সাহেব "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান" সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার দলের ছিলেন না। শশাঙ্ক সান্যাল মহাশয় এই রকম একটা ইঙ্গিত দেওয়ায় মির্জ্জা সাহেব উত্তেজিত হইয়া তাঁহার তদানীন্তন বীর রসের বীরত্বব্যঞ্জক লীগের আস্ফালন আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল—তিনি বলিলেন—১৯৪৬-৪৭ সালে আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি হেলনে (অন্য অঙ্গুলি নয়) **সমস্ত জেলায় রক্ত বন্যা বহিয়া যাইত।** শ্রীসান্যাল মহাশয় মিঃ মির্জ্জার অহিংস কংগ্রেসী প্রচ্ছন্ন উপরূপ ছাড়িয়া মুখে এই বীরদর্পের কথা (জেরায় যেমন সাক্ষী ভুলিয়া সত্য বলিয়া ফেলে তাতে মক্কেলের মামলার সুফল হয়) গোপাল ভাঁড়ের উড়িয়ার মুখে **'শড়া অন্ধা'র** মত কাজে লাগিল। তিনি মিঃ মির্জ্জাকে বলিলেন—সকলেই বুঝিল— আপনি কোন্ দলের পাণ্ডা! সান্যালের এই গোপাল ভাঁড়ের (শ্রীসান্যালের পৈতৃক বাস নদীয়া) ফন্দীতে প্রমাদ গণিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়। কারণ তিনি অহিংস কংগ্রেস দলে এ হেন বীরকে উপমন্ত্রী নিয়োগ করিয়াছেন। মুখ্য মন্ত্রী মিঃ মির্জ্জার সমর্থনে দাঁড়াইয়া উত্তেজিত-ভাবে বলিলেন—বিরোধীপক্ষের অভিযোগ অসত্য।

সান্যাল—সত্য।

ডাঃ রায়—না অসত্য। এমনি ক'রেই বুঝি রাজনীতি চালাচ্ছেন?

সান্যাল—আপনিই অসত্য দ্বারা রাজনীতি চালাচ্ছেন। আপনিই তার পৃষ্ঠপোষক। মির্জ্জা নিজেই বলুন না তিনি কি বলেছেন!

ডাঃ রায়—না, বলবে না। আপনার কথা মত বলবে?

সান্যাল—আমাদের কথা শুনবার এবং উত্তর দিবার জন্যই আপনাদের এতগুলি টাকা মাইনে দেওয়া হয়।

ডাঃ রায়—চুপ করুন।

শ্রীসান্যাল—চেয়ারম্যানের নির্দ্দেশই মানব আপনার নির্দ্দেশ গ্রাহ্য করি না।

ডাঃ রায় একটি পয়েণ্ট অব্ অর্ডার তুলতে চাহেন। টেবিল চাপড়ানি ও হৈ চৈ এ কিছু শোনা যায় নি।

চেয়ারম্যান ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাকে শান্ত করেন এই কথা বলিয়া মিঃ মির্জ্জা কি বলিয়াছেন—তাহা ষ্টেনোদের গৃহীত বিবরণ দেখিয়া এই বিষয়ে অভিমত দিবেন।

পরে উক্ত বিবরণী হইতে মির্জ্জার উক্তি পাঠ করা হয়। উহাতে তিনি ১৯৪৬-৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক অশান্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন সেইদিন আমি যদি কনিষ্ঠ অঙ্গুলি উত্তোলন করিতাম তবে রক্ত বন্যা বহিতে পারিত। চেয়ারম্যান ডাঃ চাটার্জ্জি মির্জ্জার এই উক্তি পরিষদের মর্য্যাদা হানিকর শেষ অংশ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। শ্রীমির্জ্জা তখন তাঁহার অঙ্গুলি হেলনের অংশ প্রত্যাহার করেন। শ্রীসান্যাল তখন দাবি করেন যে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁহার উক্তিও প্রত্যাহার করিতে হইবে। কারণ তিনি বলিয়াছেন যে মির্জ্জা সাহেব উহা বলেন নাই এবং বিরোধীদল অসত্য কথা বলিতেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তখন সভাস্থল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় অল্পদিন আগে অগ্রণী হইয়া পশ্চিম বঙ্গের বিধান মণ্ডলীর সমস্ত সদস্যকে (কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী) এক সূত্রে গাঁথিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলালের সংবিধান বিরুদ্ধ খেয়ালের উচিত জবাব দিয়াছেন। আজ সেই নিষ্ঠুর খেয়ালের প্রতিকার করিতে চেষ্টিত শ্রীসান্যালের বিরোধিতার কারণ দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইতেছে।

কত সয়তান সয়তানী ঢাকিয়া বন্ধু সাজিয়া শত্রুতা করিতেছে। কত দোষী সাধু সাজিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে, তাহা জানার চেষ্টা করা দোষের নয়। পল্লীগ্রামের মেয়েদের একটি প্রচলিত গল্প বাল্যকাল হইতে মনে করিয়া কত বিশ্বাস-ঘাতকের হাতে রক্ষা পাইয়াছি।

এক পল্লীগ্রামে মোড়লদের একটি বউ ছিল। খুব শান্তশিষ্ট মিষ্টভাষিণী। পরিচিতা ও অপরিচিতা

কাহারো সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলো মাথায় নিত। বাড়ীর সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করতো। বউটি রাত্রে একা শৌচাদি করার জন্য ভূতের ভয়ে বাড়ীর বাহিরে পুকুর ধারে বা অন্য কোথাও যাইতে সাহস করিত না। বাড়ীর মধ্যে যেখানে ঢেঁকি যাঁতা থাকতো, উঠোনে ধান সিদ্ধ করার জন্য উনোন থাকতো। রাত্রে শৌচ ক্রিয়ার জন্য উনোনের ছাই টেনে কাজ সেরে ছাই দিয়ে ঢেকে রাখতো।

তার সদ্ব্যবহার দেখে গাঁয়ের মেয়েরা তার অজস্র প্রশংসা করিত। সকলেরই মুখে মোড়লদের বউ যেন গুণের নাগর, গুণের সাগর—এই সব কথা। বউটি নিজের সেই দুর্ব্বলতা স্মরণ করে বলতো—

গুণের নাগর, গুণের সাগর
গুণ রেখেছ আধার ভিতর।
ছাই তুলবে যখন গুণ দেখবে তখন।

এই বউটির মত কত যে গুণের নাগর গুণের সাগরে সারা দেশ ছেয়ে গেছে। ছাই চাপা গুণ অনেকেরই আছে। চোরে দেশময় গুপ্ত অপরাধ করছে। কত চোর বেদাগ বাস করছে। এইসব আবিষ্কার করাও রাজনীতির অঙ্গীভূত। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন রাজধর্ম্ম।

পরলোক গমন

জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের অন্যতম মোক্তার রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী ফণিভূষণ মিত্র মহাশয় গত ২১শে মাঘ বুধবার রাত্রিতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বৎসরাধিক কাল অসুখে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার অমায়িক মধুর ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি তিন ভ্রাতা, দুই ভগ্নী ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅশোককুমার মিত্র, আই-সি-এস তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র। আমরা তাঁহার স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

বাণী ও কমলার বাদানুবাদ

কমলা—বাণি! আজ বাদে কাল যে তোর পূজা করবে ভক্তগণ, গীটার নিয়ে চললি কোথা?

বাণী—ঠিক হাঁচি টিকটিকির মত পেছন ডাকলে! পালাচ্ছি তুমিই বল দেখি—লেখাপড়া আমার হাতে, চাকরীও কি আমায় দিতে হবে! তার উপর লেখা-পড়ার ওজন না বুঝে কর্ত্তারা সব পাশ করে দিবে। জান না? ১০০ টা প্রশ্নের মধ্যে ৬৪ টা না জানলেও থার্ড কেলাস এম. এ. ! ৩৬ নম্বরে পাশ আর দোষ হলো আমার? আমি শিক্ষা মন্ত্রী মৌলানা সাহেবের বই পড়ে অবাক হয়েছি। এ পোড়া বিভাগ ছেড়ে দিব।

কমলা—ওরা তোর সেবক আমার বাড়ীতে হল্লা করে কেন?

বাণী—তাই দেখেই গীটার নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। তুমি এক কাজ করো দিদি। আমার দোয়াত কলম ওদের দেখাও আর তোমার বড় নিবের কলম—লাঙ্গল দেখাও। ওদের বল আমার বোনের বিদ্যায় কালচার হয়, আর আমার বিদ্যায় এগ্রিকালচার হয়। দেখবে সব পালাবে। আর বলে দাও বোনের বিদ্যায় চাকর হবে, আমার বিদ্যায় খাদ্য অভাবে মরবে না। ওরা ট্রেণে ঝুলতে ঝুলতে আসবে তাও ভাল—তোমার বিদ্যা নেবে না।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

যে সকল ব্যক্তি পাবলিক ক্যারিয়ারের পারমিট প্রদান, সে সঙ্গে ষ্টেজ ক্যারেজ, কনট্রাক্ট ক্যারেজ এবং পাবলিক ক্যারিয়ারের পারমিটের পুনর্নবীকরণের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন তাঁহাদের নামের একটি তালিকা মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারের নোটীস বোর্ডে এবং জেলার প্রত্যন্তবর্তী মহকুমা শাসকদের নোটীস বোর্ডে টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে।

স্বাঃ—এম, পাল, আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার, মুর্শিদাবাদ।

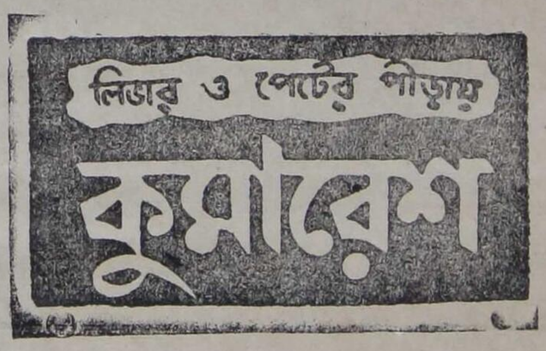

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।